# চা বোর্ড ও চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান

বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । তিনি বাংলাদেশ চা বোর্ডের তৃতীয় চেয়ারম্যান হিসেবে ০৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ১১১, ১১২ ও ১১৩ এই ৩টি প্লট নিয়ে চা বোর্ড প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর 'বঙ্গবন্ধু সরকার' এর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা বিধ্বস্ত চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করা হয়। ১৯৭২ হতে ১৯৭৪ সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকার চা শিল্পকে সুদৃঢ় অবস্থানে আনয়নের লক্ষ্যে নগদ ভর্তুকি প্রদান করেন ও ভতুর্কি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। তিনি বিধ্বস্ত চা কারখানাগুলোর উন্নয়নে ভারতের অর্থ সহায়তায় ৩০ লক্ষ রুপির চা যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। তিনি চা বাগান মালিকদেরকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি দেন।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এদেশের চা চাষের উন্নয়নে চা গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছিলেন। তিনি জানতেন গবেষণা ছাড়া চায়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি আসামের টোকলাই চা গবেষণা কেন্দ্রের আদলে **বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্রের** নাম পরিবর্তন করে একটি পূর্ণাঙ্গ **গবেষণা ইনস্টিটিউটে** রুপান্তরিত করেন। তাঁর এ দূরদর্শী সিদ্ধান্তে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট আজ দেশের অন্যান্য জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের ন্যায় একটি অন্যতম জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট। বঙ্গবন্ধুর এ সিদ্ধান্তের ফলে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি পূর্ণাঙ্গ **মনোগ্রাম** অর্জন করেন।

## চা শ্রমিকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান

১. বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার এবং নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করেন।
২. তিনি চা শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা চালু করেন।
৩. চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া সমাধানে চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখেন।
৪. চা শ্রমিক পোষ্যদের শিক্ষার আলো পৌঁছাতে বাগানে বাগানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেন।
৫. সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।